দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 2 5 NOV 2008
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম - ২

অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ হল ত্যাগের নির্দেশ

চমেকে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষে আহত ৩০ শতাধিক কক্ষ ভাংচুর : অগ্নিসংযোগ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে (চমেক) গতকাল (সোমবার) ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৩০ জন আহত হয়েছে। শতাধিক কক্ষ ভাংচুর এবং ৫টিতে অগ্নিসংযোগের ফলে প্রধান ছাত্রাবাসটি দৃশ্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। রাতে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে পরীক্ষাসমূহ স্থগিত করা হয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশে রাত ৮টার মধ্যে ছাত্ররা ছাত্রাবাস ছেড়ে গেছে। আজ (মঙ্গলবার) সকাল ৮টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে প্রথম বর্ষ ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। পুলিশ ও ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে আসা নবাগতদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে বেলা ২টায় একাডেমিক ভবনে ছাত্রদল ও শিবির কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। শিবির কর্মী নাজমুলের সাথে ছাত্রদল কর্মী সৌনম ও উপল চাকমার কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি হয়। এর জের ধরে সেখানে ছাত্রশিবির কর্মীরা আজহার নামে এক ছাত্রদল কর্মীকে পিটিয়ে আহত করে। এ ঘটনায় ক্যাম্পাস এবং ছাত্রাবাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পৃঃ ১১ কঃ ২

চমেকে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পড়ে। একই সময়ে ছাত্রশিবিরের কর্মীরা প্রধান ছাত্রাবাসে মিছিল নিয়ে ছাত্রদল নেতা কর্মী সমর্থকদের কক্ষ ভাংচুর শুরু করে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রদল কর্মীরা জানায়, ক্যাম্পাসে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রধান ছাত্রাবাসের নিকটবর্তী চট্টগ্রাম কলেজের সবুজ ছাত্রাবাস থেকে শিবির ক্যাডাররা দ্রুত মেডিকেল ছাত্রাবাসে ঢুকে তাণ্ডব শুরু করে। এসময় ছাত্রদল সমর্থকরাও পাল্টা ভাংচুর শুরু করে। ছাত্রাবাসের প্রতিটি ফ্লোরে উভয় সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। উভয় পক্ষ লাঠিসোটা, লোহার রড, হকিস্টিক নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়। সংঘর্ষ চলাকালে উভয়পক্ষ একে অপরের কক্ষ ভাংচুরের পাশাপাশি গণহারে সাধারণ ছাত্রদের কক্ষ ভাংচুর করা হয়। ছাত্রাবাসের মোট ১৬৮টি কক্ষের প্রায় ১শ টিতে ভাংচুর হয়। কক্ষে থাকা কম্পিউটার, ল্যাপটপ, আসবাবপত্র, দরজা-জানালা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। কয়েকটি কক্ষ থেকে জিনিসপত্র বের করে নিতে ছুটে যেতে দেখা যায়। ৫টি কক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলে তার সবকটি পুড়ে যায়।

খবর পেয়ে বিকেল পৌনে ৩টায় সিএমপি'র পাঁচলাইশ জোনের সহকারী কমিশনার মোঃ মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে ৪ প্লাটুন পুলিশ প্রধান ছাত্রাবাসে ঢুকে সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করে। বিপুল সংখ্যক পুলিশ এ সময় ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। সংঘর্ষ থামাতে বিকেল সাড়ে ৩টা নাগাদ পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ শুরু করে। বিকেল ৪টায় চৌধুরী রোড হয়ে একদল বহিরাগত শিবির ক্যাডার ধারালো অস্ত্র, লোহার রড, হকিস্টিক ও কিরিচ নিয়ে ছাত্রাবাসে প্রবেশ করার পথে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। তবে তাদের কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, শিবিরের সাথে ছাত্রদলের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ছাত্রাবাসে থাকা ছাত্রলীগের কর্মীরা ছাত্রদলের সাথে যোগ দিয়ে শিবিরের মোকাবেলা করে। বিকেল ৫টা নাগাদ পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আসে।

আহতদের মধ্যে ছাত্রদল কর্মী রেজিভ, মাসুম, ডা. অভিক, আজহার, শান্ত ও সুমন, প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে আসা তারিক ও শফিকুল এবং শেষ বর্ষের ছাত্রশিবির কর্মী রাশেদকে জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি আহতদের বেশ কয়েকজনকে বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

সংঘর্ষের ব্যাপারে কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ আহমদ মিঠুন সাংবাদিকদের জানান, সম্পূর্ণ বিনা উস্কানীতে শিবির ক্যাডাররা তাদের কর্মী আজহারকে পিটিয়ে আহত করেছে এবং এর কিছুক্ষণ পর বহিরাগতদের নিয়ে প্রধান ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করেছে। তিনি অভিযোগ করেন এ ঘটনায় চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসিন কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের শিবির ক্যাডাররা সরাসরি অংশ নিয়েছে।

অন্যদিকে কলেজ শিবির সভাপতি ইকবাল মাহমুদ ঘটনার জন্য উল্টো ছাত্রদলকে দায়ী করে বলেছে, তারাই ছাত্রশিবির নেতাকর্মী এবং সাধারণ ছাত্রদের উপর হামলা করেছে। রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ঘটনার ব্যাপারে কোন পক্ষই মামলা করেনি। ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন হয়েছে। হঠাৎ করে কলেজ ও ছাত্রাবাস বন্ধ ঘোষণা করায় সাধারণ ছাত্ররা বিপাকে পড়েছে।